দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 29 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

অভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা

সরকার মাধ্যমিক স্তরে অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে। একমুখী বা অভিন্ন এ শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে ৪৩ বছরের পুরনো বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা উঠে গেল। পুরনো কোন ব্যবস্থা উঠে গেলে বা নতুন কোন ব্যবস্থা চালু হলে তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন ওঠে। আর বিষয়টি যদি শিক্ষা ব্যবস্থা হয় তা নিয়ে তো কোন কথা নেই। কারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের গিনিপিগ করার কোন সুযোগ দেয়া উচিত নয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্থাৎ কিশোরদের গিনিপিগ করার অর্থই হচ্ছে একটি জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মের ওপর হাত দেয়া। তাদেরকে একটি অথৈ সাগরে ফেলে দেয়া। অভিন্ন বা একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে কিশোর ছাত্রদের যেন সেই অথৈ সাগরে ফেলা না হয়। অর্থাৎ তাদের এমনভাবে তৈরি করা না হয় যেন পরবর্তী জীবনটা তাদের ছোট হয়ে যায়? তাদের এমন শিক্ষা দেয়া উচিত, যে শিক্ষা তাদের ভবিষ্যতের আধুনিক দুয়ার খুলে দেয়। মনে রাখা দরকার বর্তমানের ও আগামী বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশ্ব। পাশাপাশি শিল্প-বাণিজ্যের বিশ্ব। পৃথিবী যখন এ স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওই সময়ে আমাদের ছাত্রদের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য থেকে ছিটকে দূরে নেয়া উচিত নয়। তাই একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা হোক, কিন্তু সেখানে কী পড়ানো হবে সেটাই বড় কথা? যে সিলেবাস করা হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং সেটা ১০০ মার্কসের। অন্যদিকে প্রযুক্তির এ চূড়ান্ত সময়ে বসে কম্পিউটার শিক্ষাকে করা হয়েছে ঐচ্ছিক বিষয়। ধর্ম শিক্ষা মানুষ পরিবার থেকে পায়। এর জন্য ১০০ মার্কসের একটি রেওয়ার বিষয় রাখার আদৌ কি কোন দরকার আছে? তা ছাড়া গণিতে ১০০ নম্বর আর ধর্মে ১০০ নম্বর এটা কিভাবে হয়? কিশোরদের শিক্ষার বিষয়ে প্রথমেই মাথায় রাখা উচিত তাদেরকে উপযুক্ত ভাষা শিক্ষা ও গণিত শিক্ষা দিতে হবে। উপযুক্ত গণিত শিক্ষা পেলে ভবিষ্যতে একজন ছাত্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও বাণিজ্যের সব শাখায় যেতে পারবে সহজে। তাই উচ্চতর গণিত কখনই ঐচ্ছিক বিষয় হতে পারে না। আর যেহেতু শিক্ষার জানা ও জানানো এ দুটোর মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। তাই তাকে দিতে হবে উপযুক্ত ভাষা শিক্ষা। ভাষার ওপর প্রকৃত দখল থাকলে ইতিহাসের নামে যে রাজরাজড়াদের কাহিনী পড়ানো হয় সেটা যে কোন ছাত্র এক মাসে জেনে নিতে পারে। আর জানাতে পারে আরো সহজে। এই রাজরাজড়াদের কাহিনী জানার থেকে কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য শিক্ষা দরকার। কারণ আধুনিক যুগে ক্রমেই মানুষ মস্তিষ্কনির্ভর হয়ে পড়ছে। মস্তিষ্কনির্ভর মানুষকে সচল থাকতে হলে তার শরীর সুস্থ থাকা দরকার। আর কোন দেশের মেডিক্যাল শিক্ষা যতই এগিয়ে যাক না কেন, সাধারণের স্বাস্থ্য শিক্ষা না থাকলে ওই দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেয়া যায় না।

তাই শিক্ষা একমুখী বা বহুমুখী এটা বড় নয়, এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো সিলেবাস কী হবে? সরকার যাঁদের নিয়ে সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি করেছে তাঁরা কতটা আধুনিক, এটা জানা যায়নি। তবে এ কথা মাথায় রাখতে হবে যাঁরা অতীতমুখী, যারা শুধু নৈতিকতা শিক্ষা ও রাজরাজড়াদের কাহিনীর ভেতর শিক্ষা দেখেন তাঁদের হাত দিয়ে সিলেবাস তৈরি হলে ক্ষতি হবে জাতির। ওই সিলেবাস কিন্তু একটি উন্নত প্রজন্ম সৃষ্টিতে সহায়ক হবে না। তা ছাড়া এই সরকারের মূল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দু'টি পশ্চাৎপদ দল আছে। তাই সরকারের মূল দলকে খেয়াল রাখতে হবে তাদের খপ্পরে যেন সিলেবাস তৈরির কাজটি না পড়ে। আর যাই হোক জাতি হিসেবে আমাদের টিকে থাকতে হলে যোগ্যতা দিয়ে টিকতে হবে। এই যোগ্যতার একমাত্র উপাদান যোগ্য জনশক্তি। আধুনিকতা ছাড়া কোন মতেই যোগ্য হবে না একটি প্রজন্ম। তাই সে চিন্তা মাথায় রেখেই চালু হোক অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা।